ছাহাবা : ন্যায়নিষ্ঠতা ও সুমহান মর্যাদা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুস্তাফা কাসেম আব্বাস

অনুবাদ : আলী হাসান তৈয়ব
সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1433
IslamHouse.com

الصحابة - رضي الله عنهم - عدالتهم وعلوُّ مكانتهم

« باللغة البنغالية »

مصطفى قاسم عباس

ترجمة : علي حسن طيب

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1433

IslamHouse.com

ছাহাবা : ন্যায়নিষ্ঠতা ও সুমহান মর্যাদা

হেদায়াতের নক্ষত্র, তাকওয়ার পূর্ণচন্দ্র, দীপ্তিমান তারকা, সুদীপ্ত পূর্ণিমা; রাতের দরবেশ, দিনের অশ্বারোহী; যারা আপন আঁখি যুগলকে সজ্জিত করেছেন মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরের সুরমায়; ইসলাম নিয়ে যারা ছুটে গেছেন পূর্বে ও পশ্চিমে, যার বদৌলতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে ভূভাগের প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি প্রান্তে। তাঁরা ছিলেন আনসার, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করেছেন নুসরাত ও সাহায্য। তাঁরা ছিলেন মুহাজির, যাঁরা কেবলই আল্লাহর জন্য করেছেন হিজরত, বিসর্জন দিয়েছেন নিজেদের দেশ ও সহায় -সম্পদ।

তাঁদের মর্যাদার সবিস্তার বিবরণ দেবার সাধ্যি নেই কোনো ভাষার। তাঁদের পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব ও আদর্শের আদ্যোপান্ত আলোচনার ক্ষমতা নেই কোনো কলমের। তাঁরা হলেন কবির কথায়,

عَهْدِي بِهِمْ تَسْتَنِيرُ الأَرْضُ إِنْ نَزَلُوا
فِيهَا وَتَجْتَمِعُ الدُّنيَا إِذَا اجْتَمَعُوا

وَيَضْحَكُ الدَّهْرُ مِنْهُمْ عَنْ غَطَارِفَةٍ
كَأَنَّ أَيَّامَهُمْ مِنْ أُنْسِهَا جُمَعُ

‘তাঁদেরকে তো আমি দেখেছি এমন যে, তাঁরা মর্ত্যে নেমে আসলে তা আলোকিত হয়ে যায়; আর তাঁরা সমবেত হলে গোটা জাহানই সমবেত হয়।

3

[illegible] [illegible] [illegible] [

طُـوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، وَطُـوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَـرَنِي سَبْعَ مِرَارٍ.

[illegible] [illegible] [illegible] [

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر: ١٠]

‘যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।’ {সূরা আল-হাশর, আয়াত : ১০}

এ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে ছাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছাহাবীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মর্যাদা ও মর্তবার কথা ব্যক্ত করেছেন। এ কথা থেকেই মানুষ তাঁদের মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে যে, ইবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযগারীতে কেউ যতই উচ্চতায় পৌঁছুক না কেন ছাহাবীগণ যে স্তরে পৌঁছেছিলেন তার ধারে-কাছেও ঘেঁষতে পারবে না। নিচের হাদীসই সে কথা বলছে। ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ

7

صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللـهِ صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُـونَ نَعَمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ».

‘লোকদের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন একদল লোক যুদ্ধ করবে , তারা বলবে , তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভ করেছেন ? সবাই বলবে , হ্যাঁ। তখন তাদের বিজয় দান করা হবে। অতপর লোকদের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন একদল লোক যুদ্ধ করবে, তারা বলবে , তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভকারী কারও ছোহবত পেয়েছেন ? সবাই বলবে , জী হ্যাঁ। তখন তাদের বিজয় দান করা হবে। অতপর লোকদের ওপর এমন এক যুগ আসবে যখন একদল লোক যুদ্ধ করবে , তারা বলবে , তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভকারীর সোহবতপ্রাপ্ত কারও সাহচর্য পেয়েছেন ? সবাই বলবে , হ্যাঁ। তখন তাদের বিজয় দান করা হবে। ’ [বুখারী : ৩৬৪৯; মুসনাদ আহমদ : ২৩০১০]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে , রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ وَأَنَا أَمَنَـةٌ لأَصْـحَابِى فَـإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْـحَابِى مَا يُوعَـدُونَ وَأَصْحَابِى أَمَنَةٌ لأُمَّتِى فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِى أَتَى أُمَّتِى مَا يُوعَدُونَ».

‘নক্ষত্ররাজি হলো আসমানের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ , তাই যখন তারকারাজি ধ্বংস হয়ে যাবে , আসমানের জন্য যা প্রতিশ্রুত ছিল তা এসে যাবে। একইভাবে আমি আমার ছাহাবীদের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ। অতএব আমি যখন চলে যাব তখন

8

إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين ، واختار لي من أصحابي أربعة - يعني : أبا بكر وعمر وعثمان وعليا - رحمهم الله - فجعلهم أصحابي . وقال : في أصحابي كلهم خير ، واختار أمتي على الأمم...».

[1] [illegible]

« اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى اللَّهَ اللَّهَ فِى أَصْحَابِى لاَ تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِى أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِى وَمَنْ آذَانِى فَقَدْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ ».

‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible],

«مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلا».

‘[illegible], [illegible] [illegible]’ [illegible]

[illegible],

«مَنْ حَفِظَنِي فِي أَصْحَابِي كُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ حَافِظًا ، وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ».

‘[illegible] [illegible] [illegible]’ [illegible][3]

[illegible],

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً ، خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ.

‘[illegible]

[3] [illegible]

কেননা তাদের এক মুহূর্তের (ইবাদতের) মর্যাদা তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের আমলের চেয়ে বেশি।’ [ইবন মাজা: ১৬২; আহমাদ বিন হাম্বল, ফাযাইলুস ছাহাবা: ১৫]

এ ব্যাপারে ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহর একটি মূল্যবান বাক্য রয়েছে, তিনি বলেন, ‘আমাদের কাউকে যদি যুগ-যুগান্তর ব্যাপ্ত সুদীর্ঘ হায়াত প্রদান করা হয় আর সে তাতে অব্যাহতভাবে ইবাদত করে যায়, তবুও তা ওই ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারবে না যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক সেকেন্ড বা তার চেয়ে বেশি সময়ের জন্য দেখেছেন।’ [ইবন হাযম, আল-ফাছলু ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল: ৩৩/২]

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে আমরা জানলাম যে, আল্লাহ তা‘আলা ছাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ওপর তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ কর্তৃক তাঁদের স্তুতি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁদের ভূয়সী প্রশংসাই প্রমাণ করে যে তাঁরা হলেন ন্যায়নিষ্ঠ। সর্বোপরি আপন নবীর সঙ্গী ও তাঁর সহযোগী হিসেবে আল্লাহ যাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁদের তো আর কোনো ন্যায়নিষ্ঠতা প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এর চেয়ে বড় আর কোনো সনদ হতে পারে না। এর চেয়ে পূর্ণতার আর কোনো দলীল হতে পারে না। [ইবন আবদিল বার, আল-ইস্তি‘আব ফী মা‘রিতিল আসহাব : ১/১]

সব ছাহাবীরই একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আর তা হলো তাঁদের কারও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না। তাঁদের এ বিষয়ের ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দ্ব্যর্থহীন নানা বক্তব্য এবং উম্মাহর ইজমা বলতে যা বুঝায় সে সংখ্যক ব্যক্তির ইজমার 12

মাধ্যমেও বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। আল্লাহ তা 'আলা বলেন,

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ﴾ [آل عمران: ١١٠]

'তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত , যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে , আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। ' {সূরা আলে -ইমরান , আয়াত : ১১০}

সকল তাফসীর বিশারদের মতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীদের উদ্দেশ করে। আল্লাহ তা 'আলা আরও বলেন,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]

'আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি , যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও। ' {সূরা আল -বাকারা , আয়াত : ১৪৩} আয়াতটি সে সময়ে থাকা সকল ছাহাবীকে সম্বোধন করেই নাযিল হয়। আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন , পূর্বেও যেটি উল্লেখ করা হয়েছে ,

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ﴾ [الفتح: ٢٩]

'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ;

13

পরস্পরের প্রতি সদয়। ’ {সূরা আল -ফাতহ, আয়াত : ২৯}

সুন্নাহর প্রতি দৃষ্টি দিলেও এ সংক্রান্ত হাদীসের অভাব নেই। যেমন বুখারী ও মুসলিম কর্তৃক উদ্ধৃত আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

« لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَـدَكُمْ أَنْفَـقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ».

‘তোমরা আমার ছাহাবীদের গালমন্দ করো না। সেই সত্তার কসম , যার হাতে আমার প্রাণ। যদি তোমাদের কেউ উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবে তা তাদের এক মুদ বা তার অর্ধেকরও সমকক্ষ হতে পারবে না। ’ [বুখারী : ৩৬৭৩; মুসলিম : ৬৬৫১]

অতঃপর সকল ছাহাবীর এমনকি ফিতনা তথা ছাহাবীগণের সময়কার বিভিন্ন ঘটনাবলী (যেমন: উষ্ট্রীর যুদ্ধ , সিফফীনের যুদ্ধ) যাদের স্পর্শ করেছিল সেসব ছাহাবীদের ক্ষেত্রেও তাদের ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা কায়েম হয়েছে। তেমনি আলিমদের মধ্যে এমন বৃহৎ সংখ্যার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যাকে ইজমা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। ব্যতিক্রম ছাড়াই তাদের সবার ব্যাপারে সুধারণা করে এবং আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের যেসব মর্যাদা ও ফযীলতের কথা বলেছেন তার আলোকে এমন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আল্লাহ তাঁদের ব্যাপারে এ জন্যই ইজমা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন যে তারা হলেন শরীয়তের বার্তাবাহী ও প্রচারকারী। [ড. নূরুদ্দীন ‘ঈতর

14

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] : [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

ও অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। [ড. মুহাম্মদ আবূ শাহবা, আল-ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল মাওযূআত ফী কুতুবিত তাফসীর, পৃষ্ঠা: ৫২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীগণই প্রথম বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলো। (বেশিরভাগ সাহাবী) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরা হাদীসগুলো লিখেন নি বা সংকলন করেন নি, যেমন তাঁদের পরবর্তীতে তাবেয়ী আলেমগণ থেকে নিয়ে আমাদের পর্যন্ত বর্ণনাকারীরা সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছেন। কারণ, তাঁরা দীনের সাহায্য ও কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত ছিলেন। সেটিই তখন সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও আশু কর্তব্য ছিল। কেননা ইসলাম ছিল তখন দুর্বল আর এর অনুসারীরা ছিল সংখ্যায় কম। এ কারণেই তাঁদের ইবাদতে নিমগ্নতা ও জিহাদে ব্যস্ততা নিজেদের জীবিকার প্রতি তাকাতে দেয় নি। অন্য কোনো প্রয়োজনের প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করার ফুরসত পান নি। তাছাড়া তাঁদের মধ্যে নগণ্য কয়েকজন ছাড়া কেউ লিখতেও পারতেন না। তাঁরা যদি সে যুগেই হাদীস সংকলন করতেন তবে এর সংখ্যা আলেমদের বর্ণিত সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ হত। এ কারণেই আলেমগণ তাঁদের অনেকের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। অনেকে তাঁদের অনেককে ছাহাবীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন অনেকে তা করেন নি। ছাহাবীদের বিষয়, অবস্থা, বংশধারা ও জীবনী জানা তাই গুরুত্বপূর্ণ দীনী দায়িত্ব।

আর যার অন্তর রয়েছে বা যে নিবিষ্ট বিত্তে শ্রবণ করে তার কাছে এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই, ইসলাম গ্রহণে অগ্রবর্তী আনসার ও মুহাজিরগণ-যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং ঈমান এনেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি দেখেছেন, তাঁর

16

বাণীসমূহ শুনেছেন, তাঁর অবস্থাদি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁরা তা পরবর্তী সকল স্বাধীন-পরাধীন নারী-পুরুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাঁরাই সংরক্ষণ ও মুখস্তকরণে যোগ্যতর। তাঁরাই সেই দল যাদের ঈমানকে কোনো যুলম স্পর্শ করেনি। তাঁরাই নিরাপদ। নিরাপত্তা তাঁদেরই জন্য। আল্লাহর সাফাই আর তাঁর প্রশংসা সনদের মাধ্যমে তাঁরাই নিশ্চিত হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর বিস্তারিত আহকাম এবং হালাল ও হারামের পরিচয়সহ শরীয়তের অন্যতম মৌলভিত্তি যে সুন্নাহর ওপর তা প্রমাণিত হয়েছে এর সূত্রসমূহ ও বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবগতির নিরিখে। বলাবাহুল্য এর প্রথম স্তরেই আছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ ধন্য ছাহাবীগণ। সুতরাং মানুষ যদি তাঁদের সম্পর্কে অজ্ঞতায় থাকে তবে অন্যদের বেলায় তো আরও অন্ধকারে থাকবে। অন্যদের কথাকে তো আরও তীব্রভাবে অস্বীকার করে বসবে। এ জন্যই প্রয়োজন তাঁদের বংশধারা জানা। তাঁদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাঁদের এবং পরবর্তী সব বর্ণনাকারী সম্পর্কেই সুস্পষ্ট অবগতি থাকতে হবে। যাতে নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে আমল করা শুদ্ধ হয়। তা দিয়ে দলীল ও প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কেননা অজ্ঞাত ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ করা বৈধ নয়। সে অনুযায়ী আমল করাও সমীচীন নয়। শুধু ব্যক্তির ভালো-মন্দ যাচাই তথা ‘জারহ ওয়া তাদিল’ ছাড়া ছাহাবীগণ হাদীসের সত্যাসত্য যাচাইয়ের অন্য সব পর্যায়েই অন্যদের মতই। কারণ তাঁরা সবাই ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁদের ন্যায়নিষ্ঠতা যাচাইয়ের কোনো অবকাশ নেই। স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ব্যাপারে সনদ দিয়েছেন। তাঁদেরকে ন্যায়নিষ্ঠ ঘোষণা করেছেন। আর তা একেবারে স্বতঃসিদ্ধ, এখানে যার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। [ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবাহ: ১/১]

[illegible]

« خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . قَالَ عِمْرَانُ فَلاَ أَدْرِى أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا « ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » .

‘[illegible] [illegible] [illegible] [

সাইয়েদুনা আলী ইবন আবী তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো :

كيف كان حبُّكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان والله أحبّ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا , ومن الماء البارد على الظمأ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা কেমন ছিল? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি আমাদের কাছে প্রিয়তর ছিলেন আমাদের সম্পদ, সন্তান ও পিতা-মাতা থেকে। তিনি আমাদের কাছে তীব্র পিপাসায় ঠান্ডা পানি চেয়েও বেশি প্রিয় ছিলেন। [কাযী ‘ইয়াদ, আশ-শিফা : ৫৬৭/২]

‘আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنَيَّ مِنْهُ

‘আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি প্রিয় কিংবা আমাদের দৃষ্টিতে বেশি সম্মানিত আর কেউ ছিলেন না। অধিক সম্মান ও মর্যাদার কারণে আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকানোর শক্তি রাখতাম না। আমি যদি তাঁর বিবরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হই তবে তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। কারণ, আমি কখনো পূর্ণ চক্ষু মেলে তাঁর দিকে তাকাতে পারি নি। [মুসলিম : ১৭৩]

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় যখন উরওয়া ইবন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীদের

19

[illegible], [illegible]? [illegible],

وَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ، وَكِسْرَى، وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ،

‘[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٩ [الحشر: ٨، ٩]

[illegible]

فالصادقون هم المهاجرون، والمفلحون هم الأنصار، بهذا فسر أبو بكر الصديق، هاتين الكلمتين من الآيتين، حيث قال في خطبته يوم السقيفة مخاطباً الأنصار:"إن الله سمانا (الصادقين) وسماكم (المفلحين)، وقد أمركم أن تكونوا حيثما كنا ، فقال : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ }

[illegible]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩﴾ [الحشر: ٨، ٩]

[illegible]

[illegible],

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسـول الله صـلى الله عليه وآله وسـلم فـاعلم أنه زنـديق وذلك أن الرسـول صلى الله عليه وآله وسلم عنـدنا حق والقـرآن حق وإنما أدى الينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسـول الله صـلى الله عليه وآله وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شـهودنا ليبطلـوا الكتـاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة»

[illegible] : [illegible]/[illegible]]

[illegible],

إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ ، فَوَجَـدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْـرَ قُلُـوبِ الْعِبَـادِ، فَاصْـطَفَاهُ لِنَفْسِـهِ ، فَابْتَعَثَـهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْـدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ ، فَوَجَـدَ قُلُـوبَ أَصْـحَابِهِ خَيْـرَ قُلُـوبِ الْعِبَـادِ ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ ،

يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللـهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ.

‘[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به ، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا

[illegible]

শেষ কথা :

আমাদের কর্তব্য এ কথা জেনে রাখা যে , আমরা যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবী হবার মর্যাদা লাভের সুযোগ হাতছাড়া করেছি। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাই হবার সুযোগ অন্তত যাতে হাতছাড়া না করি। আমরা যেন তাদের মাঝে শামিল থাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে দেখার বাসনা পোষণ করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন ,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا ». قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « أَنْتُمْ أَصْحَابِى وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ». فَقَالُوا كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ « أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِى كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلاَ هَلُمَّ. فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ سُحْقًا ».

‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কবরস্থানের উদ্দেশে বের হন। সেখানে তিনি বলেন , ‘তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে মুমিনদের ঘরের বাসিন্দারা। আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার মন চায় যদি আমি আমার ভাইদের দেখতাম !’ ছাহাবীগণ বললেন , হে আল্লাহর রাসূল , আমরা কি আপনার ভাই নই ? তিনি বললেন , ‘তোমরা বরং আমার ছাহাবী। আর আমাদের ভাই হলো তারা , যারা এখনো আসে নি। আমি তাদের আগেই গিয়ে হাউযের কাছে তাদের জন্য অপেক্ষায় থাকব। তারা বললেন , হে আল্লাহর রাসূল , আপনার উম্মতের মধ্যে যারা পরে আসবে

26

আপনি কিভাবে তাদের শনাক্ত করবেন? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো তোমাদের কারো যদি একটি শুভ্র মুখ সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে কালো ঘোড়াদলের মধ্যে সে কি তার ঘোড়াকে চিনবে না? তারা বললেন, জী হ্যা। তিনি বললেন, তারা কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে অযূর পানির কারণে তাদের চেহারা ও হাত-পা উজ্জ্বল থাকবে। আমি হাউজে তাদের অগ্রবর্তী হয়ে অপেক্ষায় থাকব। আমার হাউজের কাছ থেকে কিছু লোককে এমনভাবে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেভাবে হারিয়ে যাওয়া উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমি তাদের ডাকব, এসো এসো। তখন বলা হবে, তারা আপনার পরবর্তীকালে দীনকে পরিবর্তন করেছে। তখন আমি বলব, তবে দূর হও, তবে দূর হও, তবে দূর হও। [মুসলিম : ৬০৭; মুসনাদ আহমদ : ৯২৯২]

অতএব আমাদের করণীয় হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা এবং তাঁদের অবলম্বিত পথের পথিক হওয়া। কবি বলেন,

وَتَشَبَّهُوا إِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ

إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالكِرَامِ فَلَاحُ

‘তোমরা যদিও তাদের মতো হতে পারবে না, তবুও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো। কারণ, সম্মানিতদের সাদৃশ্য অবলম্বনও এক ধরনের সফলতা।’

হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে নবীর ছাহাবীগণের মতো খাঁটি ঈমানদার এবং প্রকৃত ঈমান ও আমলওয়ালা হওয়ার তাওফীক দাও। আমীন।

27